

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬

(২০০৬ সনের ৩৯ নং আইন)

[৮ অক্টোবর ২০০৬]

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়নকল্পে প্রণীত আইন

যেহেতু তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির আইনগত বৈধতা ও নিরাপত্তা প্রদান এবং আনুষঙ্গিক বিষয়াদি সম্পর্কে বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;
সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইলঃ-

প্রথম অধ্যায় প্রারম্ভিক

সংক্ষিপ্ত শিরোনাম, প্রয়োগ এবং প্রবর্তন

- (১) এই আইন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ নামে অভিহিত হইবে।
(২) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।
(৩) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

সংজ্ঞা

- (১) বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কিছু না থাকিলে, এই আইনে-
(১) "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর" অর্থ ইলেক্ট্রনিক আকারে কোন উপাত্ত, যাহা-
(ক) অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্তের সহিত সরাসরি বা যৌক্তিক-ভাবে সংযুক্ত; এবং
(খ) কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের প্রমাণীকরণ নিম্নবর্তীত শর্তাদি পুরণক্রমে সম্পন্ন হয়।
(অ) যাহা স্বাক্ষরদাতার সহিত অনন্যরূপে সংযুক্ত হয়;
(আ) যাহা স্বাক্ষরদাতাকে সনাক্তকরণে সক্ষম হয়;
(ই) স্বাক্ষরদাতার নিয়ন্ত্রণ বজায় থাকে এমন নিরাপদ পদ্ধতি যাহার সৃষ্টি হয়; এবং
(ঈ) সংযুক্ত উপাত্তের সহিত উহা এমনভাবে সম্পর্কিত যে, পরবর্তীতে উক্ত উপাত্তে কোন পরিবর্তন সনাক্তকরণে সক্ষম হয়;
(২) "ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট" অর্থ ধারা ৩৬ এর অধীন ইস্যুরূপ কোন সার্টিফিকেট;
(৩) "ইলেক্ট্রনিক" অর্থ ইলেক্ট্রনিক্যাল, ডিজিটাল, ম্যাগনেটিক, অয়ারলেস, অপটিক্যাল, ইলেকট্রোম্যাগনেটিক বা তুলনীয় সক্ষমতা রাখিয়াছে এইকাপ কোন প্রযুক্তি;
(৪) "ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময় (electronic data inter-change)" অর্থ তথ্য সংগঠিত করিবার উদ্দেশ্যে একটি স্বীকৃত মানদণ্ড অনুসরণক্রমে কোন উপাত্ত এক কম্পিউটারে ইলেক্ট্রনিক উপায়ে স্থানান্তর;
(৫) "ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস (electronic form)" অর্থ কোন তথ্যের ক্ষেত্রে, কোন মিডিয়া, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল, কম্পিউটার স্মৃতি (memory), মাইক্রোফিল্ম, কম্পিউটারের প্রস্তুতকৃত মাইক্রোফিল্ম বা অনুরূপ অন্য কোন যন্ত্র বা কোশলের মাধ্যমে কোন তথ্য সংরক্ষণ বা প্রস্তুত, গ্রহণ বা প্রেরণ;
(৬) "ইলেক্ট্রনিক গেজেট" অর্থ সরকার কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত সরকারী গেজেটের অতিরিক্ত হিসাবে ইলেক্ট্রনিক আকারে প্রকাশিত সরকারী গেজেট;
(৭) "ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড" অর্থ কোন উপাত্ত, রেকর্ড বা উপাত্ত হইতে প্রস্তুতকৃত ছবি বা প্রতিচ্ছবি বা শব্দ, যাহা কোন ইলেক্ট্রনিক বিন্যাস, মাইক্রোফিল্ম বা কম্পিউটারে প্রস্তুতকৃত মাইক্রোফিল্ম সংরক্ষিত, গৃহীত বা প্রেরিত হইয়াছে,
(৮) "ইন্টারনেট" অর্থ এমন একটি আন্তর্জাতিক কম্পিউটার নেটওয়ার্ক যাহার মাধ্যমে কম্পিউটার, সেলুলার ফোন বা অন্য কোন ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহারকারীগণ বিশ্বব্যাপী একে অন্যের সহিত যোগাযোগ এবং তথ্যের আদান-প্রদান এবং ওয়েব সাইটে উপস্থাপিত তথ্যবলী অবলোকন করিতে সক্ষম হয়;
(৯) "ইলেক্ট্রনিক মেইল" অর্থ ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত এবং ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রেরিত বা প্রাপ্ত কোন মেইল এবং তত্সংশ্লিষ্ট কোন দলিলাদি;
(১০) "উপাত্ত" অর্থ কোন অনুষ্ঠানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত তথ্য, জ্ঞান, ঘটনা, ধারণা বা নির্দেশাবলী যাহা কম্পিউটার প্রিন্ট আউট, ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল স্টেরেজ মিডিয়া, পার্কার্ড, পার্স টেপসহ যে কোন আকারে বা বিন্যাসে কম্পিউটার সিস্টেম অথবা কম্পিউটার নেটওয়ার্কে প্রক্রিয়াজাত করা হইয়াছে, হইতেছে অথবা হইবে অথবা যাহা অভ্যন্তরীণভাবে কোন কম্পিউটার স্মৃতিতে সংরক্ষিত;
(১১) "উপাত্ত-বার্তা (data message)" অর্থ ইলেক্ট্রনিক অপটিক্যাল-সহ কোন ইলেক্ট্রনিক উপাত্ত বিনিময়, ইলেক্ট্রনিক মেইল, টেলিগ্রাম, টেলেক্স, ফ্যাক্স, টেলিকম্পিউটেশন, সেট মেসেজ (SMS) বা অনুরূপ কোন পদ্ধতিতে প্রস্তুতকৃত, প্রেরিত, গৃহীত বা সংরক্ষিত তথ্য;
(১২) "ওয়েবসাইট" অর্থ কম্পিউটার এবং ওয়েব সার্ভারে সংরক্ষিত ডকুমেন্ট এবং তথ্যসমূহ যাহা ব্যবহারকারী ইন্টারনেটের মাধ্যমে ব্রাউজ বা অবলোকন করিতে পারে;
(১৩) "কম্পিউটার" অর্থ যে কোন ইলেক্ট্রনিক, ম্যাগনেটিক, অপটিক্যাল বা দ্রুতগতির তথ্য প্রক্রিয়াকরণ যন্ত্র বা সিস্টেম, যাহা ইলেক্ট্রনিক ম্যাগনেটিক বা অপটিক্যাল ইমপালস ব্যবহার করিয়া যৌক্তিক, গান্ধিতিক এবং স্মৃতি কার্যক্রম সম্পন্ন করে, এবং কোন কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্কের সহিত সংযুক্ত এবং যাহাতে সকল ইনপুট, আউটপুট, প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ (storage), কম্পিউটার সফটওয়ার বা যোগাযোগ সুবিধাদিও ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকে;
(১৪) "কম্পিউটার নেটওয়ার্ক" অর্থ এমন এক ধরনের আন্তঃসংযোগ যাহা স্যাটেলাইট, মাইক্রোওয়েড, টেরিস্ট্রিয়েল লাইন, অয়ারলেস যন্ত্র, ওয়াইড এরিয়া নেটওয়ার্ক, লেকেল এরিয়া নেটওয়ার্ক, ইনফ্রারেড, ওয়াই ফাই, ব্লুটুথ বা অন্য কোন যোগাযোগের মাধ্যম বা কোন প্রাস্তুর যন্ত্রিক বা দুই বা ততোধিক কম্পিউটারের আন্তঃসংযোগ রাখিয়াছে এমন কোন কমপ্লেক্স, যাহাতে আন্তঃসংযোগ নিরবাচিতভাবে সংরক্ষণ করা হউক বা না হউক, এর মাধ্যমে দুই বা ততোধিক কম্পিউটার বা ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করে;
(১৫) "গ্রাহক" অর্থ যাহার নামে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করা হয়;
(১৬) "চেয়ারম্যান" অর্থ ধারা ৮২ এর অধীন নিযুক্ত সাইবার আপীল ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান;
(১৭) "দেওয়ানী কার্যবিধি" অর্থ Code of Civil Procedure, 1908 (Act V of 1908);
(১৮) "দণ্ডবিধি" অর্থ Penal Code, 1860 (Act XLV of 1860);
(১৯) "নির্ধারিত" অর্থ বিধি দ্বারা নির্ধারিত;
(২০) "নিরাপদ স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা কোশল" অর্থ ধারা ১৭-তে বিধৃত শর্তাধীন কোন স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা কোশল;
(২১) "নিয়ন্ত্রক" বা "উপ-নিয়ন্ত্রক" বা "সহকারী নিয়ন্ত্রক" অর্থ ধারা ১৮(১) এর অধীন নিযুক্ত নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক বা সহকারী নিয়ন্ত্রক;
(২২) "প্রাপক" (addressee)" অর্থ উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, প্রেরকের ইচ্ছানুসারে উপাত্ত-বার্তাপ্রাপ্ত বাস্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তা যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে কর্মরত কোন ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২৩) "প্রমাণাকরণ" অর্থ স্বাক্ষরদাতা সনাক্তকরণে বা উপাত্ত-বার্তার শুন্ধতা নিরূপণে ব্যবহৃত হয় এমন কোন প্রাক্তর্য়;

(২৪) "প্রেরক (originator)" অর্থ কোন উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, কোন উপাত্ত-বার্তা যিনি প্রেরণ করেন বা সংরক্ষণের পূর্বে প্রস্তুতকারী ব্যক্তি, কিন্তু উপাত্ত-বার্তার যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী ব্যক্তি ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে না;

(২৫) "প্রবিধান" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(২৬) "ফোজোদারী কার্যবিহি" অর্থ Code of Criminal Procedure, 1898 (Act No. V of 1898);

(২৭) "ব্যক্তি" শব্দের আওতায় কোন প্রাক্তিক স্বত্ত্বাবিশিষ্ট একক ব্যক্তি, অংশীদারী কারিগর, সমিতি, কোম্পানী, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, সমবায় সমিতি অন্তর্ভুক্ত;

(২৮) "বিচারক" অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইবুনালের বিচারক;

(২৯) "বিবিধ" অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(৩০) "মাধ্যম" অর্থ কোন সুনির্দিষ্ট উপাত্ত-বার্তার ক্ষেত্রে, কোন ব্যক্তি যিনি অন্য কোন ব্যক্তির পক্ষে কোন উপাত্ত-বার্তা প্রেরণ, গ্রহণ, অগ্রামন বা সংরক্ষণ করেন বা উক্ত বার্তার বিষয়ে অন্য কোন সেবা প্রদান করেন;

(৩১) "লাইসেন্স" অর্থ ধারা ২২ এর অধীন প্রদত্ত লাইসেন্স;

(৩২) "সত্যায়ন সেবা প্রদানকারী" অর্থ সার্টিফিকেট ইস্যুকারী বা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের সহিত সম্পর্কিত অন্য কোন সেবা প্রদানকারী ব্যক্তি;

(৩৩) "সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ ধারা ১৮ এর সহিত পঠিত্ব ধারা ২২ এর অধীন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার জন্য লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ;

(৩৪) "সত্যায়নের রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ" অর্থ প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত সত্যায়নের রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ, যাহাতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার রীতি ও পদ্ধতি বিবরণ লিপিবদ্ধ থাকে;

(৩৫) "সদস্য" অর্থ ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত সাইবার আপীল ট্রাইবুনালের সদস্য;

(৩৬) "স্বাক্ষরদাতা" অর্থ স্বাক্ষর প্রস্তুতকারী যন্ত্র বা কোশলের মাধ্যমে স্বাক্ষর প্রদানকারী ব্যক্তি;

(৩৭) "স্বাক্ষর প্রতিপাদন যন্ত্র" অর্থ স্বাক্ষর যাচাইকরণে ব্যবহৃত সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার;

(৩৮) "স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র" অর্থ স্বাক্ষর উপাত্ত প্রস্তুতে ব্যবহৃত সফটওয়্যার বা হার্ডওয়্যার;

(৩৯) "সাইবার ট্রাইবুনাল" বা "ট্রাইবুনাল" অর্থ ধারা ৬৮ এর অধীন গঠিত কোন সাইবার ট্রাইবুনাল;

(৪০) "সাইবার আপীল ট্রাইবুনাল" অর্থ ধারা ৮২ এর অধীন গঠিত কোন সাইবার আপীল ট্রাইবুনাল।

আইনের প্রাধান্য

৩। আপাতত বলবত্ত অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই ধারুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর হইবে।

আইনের অতিরাষ্ট্রিক প্রয়োগ

৪। (১) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন যাহা বাংলাদেশে করিলে এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য হইত, তাহা হইলে এই আইন এইকাপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধে করিয়াছেন।

(২) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলী এইকাপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

(৩) যদি কোন ব্যক্তি বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বাংলাদেশের বাহিরে এই আইনের অধীন কোন অপরাধ করেন, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে এই আইনের বিধানাবলী এইকাপে প্রযোজ্য হইবে যেন অপরাধের সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া বাংলাদেশেই সংঘটিত হইয়াছিল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর ও ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড

৫। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন গ্রাহক তাহার ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন করিতে পারিবেন।

(২) প্রযুক্তি নিরপেক্ষ পদ্ধতি বা স্থীকৃত স্বাক্ষর সৃষ্টিকারী যন্ত্র বা কোশল প্রয়োগের মাধ্যমে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ডের সত্যায়ন কার্যকর করিতে হইবে।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সত্যায়ন

৬। আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে কোন তথ্য বা অন্য কোন বিষয় হস্তাক্ষর, মুদ্রাক্ষর বা অন্য কোনভাবে লিখিত বা মুদ্রিত আকারে লিপিবদ্ধ করিবার শর্ত থাকিলে, উক্ত আইনে অনুকূল বিধান থাকা সত্ত্বেও উক্ত তথ্য বা বিষয় ইলেক্ট্রনিক বিন্যাসে লিপিবদ্ধ করিয়া যাইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত তথ্য বা বিষয়ে অভিগম্যতা ধারিতে হইবে, যাহাতে উহা বরাত হিসাবে পরবর্তীতে ব্যবহার করা যায়।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের আইনানুগ স্থাক্তি

৭। আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে যদি এই মর্মে কোন বিধান বা শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন তথ্য বা অন্য কোন বিষয় স্বাক্ষর সংযুক্ত (affix) করিয়া সত্যায়ন করিতে হইবে; বা

(খ) কোন দলিল কোন ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষর করিয়া সত্যায়ন করিতে হইবে;

তাহা হইলে, উক্ত আইনে অনুকূল বিধান থাকা সত্ত্বেও, নির্ধারিত পদ্ধতিতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিয়া উক্ত তথ্য বা বিষয় বা, ক্ষেত্রমত, উক্ত দলিল সত্যায়ন করা যাইবে।

সরকারী অফিস, ইত্যাদিতে ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড এবং ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের ব্যবহার

৮। (১) আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে যদি এই মর্মে কোন বিধান বা শর্ত থাকে যে,-

(ক) কোন সরকারী অফিস, সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, বা সরকারের মালিকানা বা নিয়ন্ত্রণাধীন কোন কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার কোন ফরম, আবেদন বা অন্য কোন দলিল কোন বিশেষ পদ্ধতিতে দাখিল করিতে হইবে;

(খ) কোন লাইসেন্স, পারমিট, ম্যাঞ্জুরী, অনুমোদন বা আদেশ, যেই নামেই অভিহিত হউক না কেন, কোন বিশেষ পদ্ধতিতে ইস্যু বা ম্যাঞ্জুর করিতে হইবে;

(গ) অর্থ লেনদেন কোন বিশেষ পদ্ধতিতে করিতে হইবে;

তাহা হইলে, উক্ত আইনে অনুকূল বিধান থাকা সত্ত্বেও, নির্ধারিত ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যাইবে।

(২) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড দাখিল, প্রস্তুত বা ইস্যুকরণের রীতি ও পদ্ধতিসহ উহা দাখিল, প্রস্তুত বা ইস্যুর জন্য প্রদেয় ফিস বা চার্জ প্রদান পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ

৯। (১) আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে কোন দলিল, রেকর্ড বা তথ্য কোন নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবার কোন বিধান বা শর্ত থাকিলে,

650 दालग, रेख्मि वा ३५), शम्भवांत शात्राप सुरेण गापेषम, इलेक्ट्रोनिक प्रकाशन तथा उत्तर एवं विद्या-

(क) प्रयोजन अनुयायी उक्त संस्कृति तथे अभिगम्यता थाकिते हइबे याहाते उहा बरात हिसाबे प्रबर्तीते ब्यवहार करा याय;

(ख) येही रीति ओ प्रकृतिते इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रथम सृजित, प्रेरित वा गृहीत हइयाछे वा एमन रीति ओ प्रकृति याहा निर्भुलभाबे उक्त तथे येहेभावे सृजित, प्रेरित वा गृहीत हइयाछिल ताहा प्रदर्शन करे सेही रीति ओ प्रकृतिते इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड तथा संरक्षण करिते हइबे;

(ग) इलेक्ट्रोनिक रेकर्डे उत्स ओ गत्वा निर्धारण करा याय एमन तथा, यदि थाके, उहार प्रेरण वा ग्रहणे तारिख ओ समय संरक्षणे ब्यवस्था राखिते हइबे;

तबे शर्त थाके ये, केवल इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रेरण वा ग्रहणे उद्देश्ये व्यवस्थाभाबे उत्तावित कोन तथेरे क्षेत्रे एह उप-धारार कोन किछुइ प्रयोज्य हइबे ना।

(२) उप-धारा (१) ए वर्गत शर्तादि प्रतिपालन सापेक्षे, कोन ब्यक्ति अन्य कोन ब्यक्तिर साहाय्य ग्रहण करिया उक्त उप-धारार अधीन कार्यसम्पादन करिते पारिबेन।

(३) आपाततः बलवत् अन्य कोन आहिने विधृत प्रकृतिते कोन दलिल, रेकर्ड वा तथा संरक्षण करिबार सुम्पष्ट विधान थाकिले, उक्त विधानेर क्षेत्रे एह धारार कोन किछुइ प्रयोज्य हइबे ना।

इलेक्ट्रोनिक गेजेट

१०। आपाततः बलवत् अन्य कोन आहिने यदि एह मर्मे कोन विधान वा शर्त थाके ये, कोन आहिन वा अन्य कोन आहिनगत दलिलेर अधीन प्रतीत कोन विधि, प्रविधान, आदेश, उप-आहिन, प्रजापन वा अन्य कोन विधय सरकारी गेजेटे प्रकाश करिते हइबे, ताहा हइले उक्त आहिन, विधि, प्रविधान, आदेश, उप-आहिन, प्रजापन वा अन्य कोन विधय सरकारी गेजेटे एवं तदतिरित इत्तिक्किभाबे इलेक्ट्रोनिक गेजेटे प्रकाश करा यावे;

तबे शर्त थाके ये, कोन आहिन, विधि, प्रविधान, आदेश, उप-आहिन, प्रजापन वा अन्य कोन विधय सरकारी गेजेटे अथवा इलेक्ट्रोनिक गेजेटे प्रकाशित हइले, उहा येहेक्कोपै एह प्रकाशित हटुक ना केन, उहार प्रथम प्रकाशित हइबार तारिख उक्त गेजेटे प्रकाशेर तारिख हिसाबे गण्य हइबे।

इलेक्ट्रोनिक प्रकृतिते दलिल प्रगणे वाध्यवाधकता ना थाका

११। एह आहिनेर कोन किछुइ सरकारेर कोन मन्त्रालय, अधिदंपत्र वा कोन आहिनेर अधीन सुन्ह कोन संविधानसंघ वा कर्तृपक्ष वा सरकार कर्तृक नियास्त वा सरकारी अधे प्रतिष्ठित केन कर्तृपक्ष वा संस्थाके इलेक्ट्रोनिक प्रकृतिते कोन दलिल ग्रहण, इस्यु, प्रस्तुत, संरक्षण वा इलेक्ट्रोनिक विनाये से कोन प्रकाश आर्थिक लेनदेन करिते वाध्य करिबे ना।

इलेक्ट्रोनिक व्याक्तर विधये विधि प्रगणन

१२। एह आहिनेर उद्देश्ये प्रवारकले सरकार, सरकारी गेजेटे एवं तदतिरित इत्तिक्किभाबे इलेक्ट्रोनिक गेजेटे प्रजापन द्वारा, निम्बर्पित सकल वा ये कोन विधये विधि प्रगणन वारिबे, यथा:-

(क) इलेक्ट्रोनिक व्याक्तरेर धरण;

(ख) इलेक्ट्रोनिक व्याक्तर संयुक्त करिबार रीति ओ प्रकृति;

(ग) इलेक्ट्रोनिक प्रकृतिते रेकर्ड संरक्षण एवं आर्थिक लेनदेन विधये संवारपता ओ प्रकाशित हउक ना केन, उहार प्रथम प्रकाशित हइबार तारिख उक्त गेजेटे प्रकाशेर तारिख हिसाबे गण्य हइबे;

(घ) इलेक्ट्रोनिक प्रकृतिते रेकर्डे आहानानुगाबाबे कार्यकर करिबार उद्देश्ये प्रयोजनानीय अन्यान्य विषय।

तृतीय अध्याय इलेक्ट्रोनिक रेकर्डेर स्थाक्ति, प्राप्ति स्थीकार ओ प्रेरण

स्थाक्ति

१३। (१) कोन प्रेरक व्यय वा कोन इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रेरण करिया थाकिले उक्त रेकर्डटि प्रेरकेरे हइबे।

(२) प्रेरक एवं प्रापकेरे मध्ये कोन इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रेरकेरे वलिया गण्य हइबे, यदि उहा-

(क) प्रेरकेरे पक्षे उक्त इलेक्ट्रोनिक रेकर्डविषये काज करिबार जन्य कर्तृप्राप्त कोन ब्यक्ति कर्तृक प्रेरण करा याह; वा

(ख) प्रेरक वा प्रेरकेरे पक्षे व्यवस्थाभाबे परिचालनार जन्य प्रोग्रामकृत कोन तथा प्रेरण कोन्शलेर माध्यमे प्रेरण करा याह।

(३) प्रेरक एवं प्रापकेरे मध्ये, कोन प्रापक कोन इलेक्ट्रोनिक रेकर्डके उहा प्रेरणकारी कर्तृक प्रेरण करा इयाछे वलिया गण्यक्रमे तदनुयायी व्यवस्था ग्रहण करिते पारिबेन, यदि-

(क) इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि प्रेरकेरे कि ना उहा निश्चित हइबार जन्य प्रापक, तदविषये प्रेरक कर्तृक उक्त उद्देश्ये पूर्वे छिरीकृत प्रकृतिते यथाथ व्यवस्था वा अन्य कोन कार्यक्रम ग्रहण करिया थाकेन, वा

(ख) प्रापक कर्तृक प्राप्त तथा एमन कोन व्यक्तिर गृहीत व्यवस्था हइते उड्डूत हइया थाके याह प्रेरक वा प्रेरकेरे कोन एजेन्टेर साहित उक्त व्यक्तिर सम्पर्केर भिस्तिते ताहाके प्रेरक कर्तृक व्यवहात प्रकृतिते अभिगम्येर एहराप सुयोग प्रदान करा हइयाछिल ये, संशिष्ट इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि ये ताहार उहा सनाक्त करा याया।

(४) उप-धारा (३) एर विधान निम्बर्पित क्षेत्रे प्रयोज्य हइबे ना-

(क) इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि प्रेरकेरे नहे मर्मे प्रेरक कर्तृक प्रदत्त नोटिश प्रापक कर्तृक प्राप्तिर एवं तदनुयायी व्यक्तिसंगत समय अतिबाहित हइबार परबर्ती समय हइते;

(ख) उप-धारा (३) एर दफा (४) ए उत्तिरित क्षेत्रे, प्रयोजनानीय सावधानता अबलम्बन वा पूर्वे छिरीकृत प्रकृति व्यवहार करिया ये समय हइते प्रापक अवगत हइयाछेन वा ताहार अवगत हওया उत्तित छिल ये इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि प्रेरकेरे नहे;

(ग) यदि, पारिपार्विक सकल परिस्थिति विबेचना, प्रेरित इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि प्रेरकेरे वलिया मने करा एवं उहार भिस्तिते कोन कार्य-सम्पादन प्रापकेरे जन्य एकेबाबेइ अयोक्तिक हइया थाके।

(५) यदि कोन इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रेरकेरे हइया थाके वा प्रेरकेरे वलिया गण्य हइया थाके वा प्रापक उक्तकप धारणार भिस्तिते कोन कार्य-सम्पादन करिते अधिकारी हइया थाकेन, ताहा हइले, प्रेरक एवं प्रापकेरे क्षेत्रे, इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि येभाबे प्रेरण करा प्रेरकेरे उद्देश्ये छिल सेहीभाबे उहा प्रापक कर्तृक गृहीत हइयाछे वलिया गण्य हइबे एवं तदनुसारे प्रापक कार्य-सम्पादन करिते पारिबेन।

(६) उप-धारा (५) ए याह किछुइ थाकुक ना केन, यदि युक्तिसंगत सतर्कता अबलम्बन करिया ओ स्थीकृत प्रकृति व्यवहार करिया प्रापक यदि एह मर्मे अवगत हन वा अनुरूप अवगत हওया सम्मीठीन हय ये, प्राप्त इलेक्ट्रोनिक रेकर्डे कोन संप्रांताजनित त्रूटी रहियाछे, ताहा हइले उहा येभाबे प्रेरण करा प्रेरकेरे उद्देश्ये छिल सेहीभाबे प्रापक कर्तृक गृहीत हइयाछे वलिया गण्य करा याहबे ना।

(७) प्रापक प्राप्त प्रत्येक इलेक्ट्रोनिक रेकर्डके एकति व्यत्त्र इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड हिसाबे विबेचनाक्रमे उहार भिस्तिते कार्य-सम्पादन करिते पारिबेन, तबे उहा निम्बर्पित इलेक्ट्रोनिक रेकर्डेर क्षेत्रे प्रयोज्य हइबे ना, यथा:-

(क) प्रापक कर्तृक प्रकृतते अन्य इलेक्ट्रोनिक रेकर्डेर प्रतिलिपि, एवं

(ख) इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि ये एकति प्रतिलिपि एह सम्पर्केर प्रापक कर्तृक पूर्वे हइतेइ ज्ञात छिलेन वा युक्तिसंगत सतर्कता अबलम्बन वा स्थीकृत प्रकृति व्यवहार करिया ताहार जन्य उत्तित छिल ये, इलेक्ट्रोनिक रेकर्डटि एकति प्रतिलिपि।

प्राप्ति स्थीकार

१४। (१) येहक्केरे कोन इलेक्ट्रोनिक रेकर्ड प्रेरणेर समय वा उहा प्रेरणेर पूर्वे वा उक्त इलेक्ट्रोनिक रेकर्डेर माध्यमे प्रेरक कर्तृक प्रापकके कार्यक्रमेर करात अवगत होय ये, प्राप्त इलेक्ट्रोनिक रेकर्डेर येभाबे प्रेरण करा प्रेरकेरे उद्देश्ये छिल सेहीभाबे

ইহুৰ সেইক্ষেত্ৰে উপ-ধাৰা (২), (৩) ও (৪) এৰ বিধানসমূহ প্ৰযোজ্য হইব।

(২) প্ৰেৰক ও প্ৰাপক কোন বিশেষ ছকে বা পদ্ধতিতে প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ কৰা হইবে মৰ্মে পূৰ্বে সম্ভত না হইলে, নিম্বৰ্ণিত পদ্ধতিতে প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ কৰা যাইবে-

(ক) প্ৰাপক কৰ্তৃক স্বয়ংক্ৰিয় বা অন্য কোনভাৱে যোগাযোগেৰ মাধ্যমে; বা

(খ) প্ৰাপকেৰ এমন কোন কৰ্মকাল্প যাহা দ্বাৰা প্ৰেৰকেৰ নিকট প্ৰতীযোগী হয় যে, ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি প্ৰাপক পাইয়াছেন।

(৩) কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰাপ্তি বিষয়ে প্ৰেৰক কৰ্তৃক প্ৰাপ্তি স্থীকাৰেৰ শৰ্ত আৱোপ কৰা হইলে, উক্ত শৰ্তানুযায়ী প্ৰাপক কৰ্তৃক প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ না কৰা পৰ্যন্ত প্ৰেৰক কৰ্তৃক উক্ত ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডে কথনো প্ৰেৰিত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) প্ৰেৰক কৰ্তৃক কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰাপ্তি স্থীকাৰেৰ কোন শৰ্ত আৱোপ না কৰা হইলে এবং প্ৰেৰক কৰ্তৃক নিৰ্দিষ্ট বা স্থিৱীকৃত সময়েৰ মধ্যে প্ৰেৰক প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ প্ৰাপ্ত না হইলে, বা অনুৱাপ কোন সময় নিৰ্দিষ্ট বা স্থিৱীকৃত না থাকিলে, প্ৰেৰক স্বৃত্তিসংগত সময়েৰ মধ্যে,-

(ক) প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ কৰেন নাই মৰ্মে প্ৰাপককে নোটিশ প্ৰদান কৰিতে পাৰিবেন, এবং উক্ত নোটিশে প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ কৰিবাৰ যুক্তিসংগত সময় সীমাৰ উল্লেখ থাকিবে; এবং

(খ) দফা (ক) এ উল্লিখিত সময়সীমাৰ মধ্যে প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ কৰা না হইলে, প্ৰেৰক, প্ৰাপককে নোটিশ প্ৰদান সাপেক্ষে, উক্ত ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি প্ৰেৰণ কৰা হয় নাই বলিয়া গণ্য কৰিতে পাৰিবেন।

(৫) যেক্ষেত্ৰে প্ৰেৰক প্ৰাপকেৰ নিকট হইতে প্ৰাপ্তি স্থীকাৰ প্ৰাপ্ত হন, সেইক্ষেত্ৰে ইহা অনুমান কৰিতে হইবে যে, সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি প্ৰাপক প্ৰাপ্ত হইয়াছেন, তবে উহাৰ দ্বাৰা এইৱাপক অনুমান কৰা যাইবে না যে, ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডেৰ বিষয়বস্তু প্ৰাপ্তি রেকৰ্ডেৰ অনুৱাপ।

(৬) যেক্ষেত্ৰে কোন প্ৰাপ্তি স্থীকাৰেৰ উল্লেখ থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডে সম্ভত অথবা প্ৰযোজ্য মানদণ্ডেৰ প্ৰযুক্তিগত আৰশ্যকতা পূৰণ কৰা হইয়াছে, সেইক্ষেত্ৰে ইহা অনুমান কৰিতে হইবে যে, উক্ত আৰশ্যকতা পূৰণকৰ্ত্তা উহা প্ৰেৰণ কৰা হইয়াছিল।

ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰেৰণ ও প্ৰহণেৰ সময় এবং স্থান

১৫। (১) প্ৰেৰক এবং প্ৰাপক ভিন্নভাৱে সম্ভত না হইলে,-

(ক) কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰেৰকেৰ নিয়ন্ত্ৰণ বহিৰ্ভূত কোন কম্পিউটাৰ বা ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ বা কৌশলে প্ৰৱেশ কৰিবাৰ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত রেকৰ্ড প্ৰেৰণেৰ সময় গণনা কৰা হইবে;

(খ) কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰাপকেৰ সময় নিম্বৰ্ণিতকৈপে নিৰ্ধাৰিত হইবে, যথা:-

(অ) ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড গ্ৰহণ কৰিবাৰ উদ্দেশ্যে প্ৰাপক কৰ্তৃক কোন ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ বা কৌশল নিৰ্ধাৰণ বা রেকৰ্ডটি উন্মুক্ত কৰিবাৰ ক্ষেত্ৰে,-

(১) ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি যে সময়ে উক্ত নিৰ্ধাৰিত ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ বা কৌশলে প্ৰৱেশ কৰে; বা

(২) ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি প্ৰাপক কৰ্তৃক প্ৰেৰণেৰ ক্ষেত্ৰে, উক্ত আৰশ্যকতা পূৰণ কৰা হইলে উক্ত রেকৰ্ডটি প্ৰাপক কৰ্তৃক স্বৃত্তিসহ সময়সূচীসহ, যদি থাকে, কোন ইলেক্ট্ৰনিক কৌশল নিৰ্ধাৰণ না কৰিয়া থাকেন, তাহা হইলে ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটি প্ৰাপকেৰ কম্পিউটাৰ উৎসে প্ৰৱেশ কৰিবাৰ সময়।

(গ) কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড প্ৰেৰক কৰ্তৃক প্ৰেৰণেৰ ক্ষেত্ৰে, উহা তাৰাব ব্যবসায়েৰ স্থান হইতে প্ৰেৰণ কৰা হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং উক্ত রেকৰ্ড প্ৰাপক কৰ্তৃক গৃহীত হইবাৰ ক্ষেত্ৰে উহা তাৰাব ব্যবসায়েৰ স্থান গৃহীত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) ইলেক্ট্ৰনিক যন্ত্ৰ বা কৌশল বা কম্পিউটাৰ উৎসেৰ স্থান উপ-ধাৰা (১)(গ) এৰ অধীন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড গৃহীত বলিয়া গণ্য হইবাৰ স্থান হইতে ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উপ-ধাৰা (১)(খ) এৰ বিধান প্ৰযোজ্য হইবো

(৩) এই ধাৰাব উদ্দেশ্য পূৰণকৰ়ো,-

(ক) প্ৰেৰকেৰ বা প্ৰাপকেৰ ব্যবসায়েৰ স্থান একাধিক হইবাৰ ক্ষেত্ৰে, তাৰাদেৰ প্ৰধান ব্যবসায়েৰ স্থানটি ব্যবসায়েৰ স্থান হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) প্ৰেৰক বা প্ৰাপকেৰ কোন ব্যবসায়েৰ স্থান না থাকিবাৰ ক্ষেত্ৰে, তাৰাদেৰ সচৰাচৰ বসবাসেৰ স্থানই তাৰাদেৰ ব্যবসায়েৰ স্থান হিসাবে গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা: কোন সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বা নিগমিত সংস্থাৰ ক্ষেত্ৰে, “প্ৰধান ব্যবসায়েৰ স্থান”, বা “সচৰাচৰ বসবাসেৰ স্থান” অৰ্থে উহাৰ নিবন্ধনকৰণেৰ ঠিকানাকে বুৰাইবো।

চতুর্থ অধ্যায় নিৱাপদ ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড ও নিৱাপদ ইলেক্ট্ৰনিক স্বাক্ষৰ

১৬। যদি কোন নিৰ্দিষ্ট সময়ে কোন ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডেৰ জন্য কোন নিৱাপত্তা পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা যায়, তাহা হইলে উক্ত রেকৰ্ডটি উক্ত সময় হইতে যাচাই কৰাৰ সময় পৰ্যন্ত নিৱাপদ ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ড বলিয়া গণ্য হইবো

নিৱাপদ ইলেক্ট্ৰনিক স্বাক্ষৰ

১৭। (১) সংশ্লিষ্ট পক্ষগণেৰ সম্ভতিতে কোন নিৱাপত্তা ব্যবস্থা প্ৰয়োগেৰ মাধ্যমে যদি ঘাচাই কৰা যায় যে, ইলেক্ট্ৰনিক স্বাক্ষৰ সংযুক্ত কৰিবাৰ সময়-

(ক) উহা সংযুক্তকাৰীৰ একান্তই নিজস্ব ছিল;

(খ) সংযুক্তকাৰীকে সনাক্ত কৰিবাৰ সুযোগ ছিল; এবং

(গ) উহা তৈৰিৰ পদ্ধতি বা ব্যবহাৰেৰ উপৰ সংযুক্তকাৰীৰ একক নিয়ন্ত্ৰণ ছিল;

তাৰা হইলে, উপ-ধাৰা (২) এৰ বিধান সাপেক্ষে, উক্ত ইলেক্ট্ৰনিক স্বাক্ষৰটি অকাৰ্যকৰ বলিয়া গণ্য হইবে যদি ইলেক্ট্ৰনিক স্বাক্ষৰেৰ সহিত সম্পৰ্কযুক্ত ইলেক্ট্ৰনিক রেকৰ্ডটিৰ কোনৱাপ পৰিৱৰ্তন সাধন কৰা হয়।

পঞ্চম অধ্যায় নিয়ন্ত্ৰক ও সার্টিফিকেট প্ৰদানকাৰী কৰ্তৃপক্ষ

১৮। ১। (১) এই আইনেৰ উদ্দেশ্য পূৰণকৰে, সৱকাৰ, বিধি প্ৰণীত না হওয়া পৰ্যন্ত, সৱকাৰী গেজেটে এবং তদতিৰিক্ত ঐচ্ছিকভাৱে ইলেক্ট্ৰনিক

:

তাৰে শৰ্ত থাকে যে, উক্তকৰ্ত্তা প্ৰজাপনেৰ মেয়াদ প্ৰজাপন জাৰীৰ তাৰিখ হইতে এক বৎসৱেৰ অধিক হইবে না।]

নিয়ন্ত্ৰকেৰ কাৰ্যাবলী

১৯। নিয়ন্ত্ৰক নিম্বৰ্ণিত সকল বা যে কোন কাৰ্য-সম্পাদন কৰিবেন, যথা:-

(ক) সার্টিফিকেট প্ৰদানকাৰী কৰ্তৃপক্ষেৰ কাৰ্যাবলীৰ তত্ত্ববৰ্ধন;

(খ) সার্টিফিকেট প্ৰদানকাৰী কৰ্তৃপক্ষেৰ কৰ্মচাৰীগণেৰ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিৰ্ধাৰণ;

(গ) সার্টিফিকেট প্ৰদানকাৰী কৰ্তৃপক্ষেৰ কৰ্মচাৰীগণেৰ যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নিৰ্ধাৰণ;

- (ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কার্য পরিচালনার শর্তাবলী নির্ধারণ;
- (ঙ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর প্রত্যয়নের বিষয়ে ব্যবহৃত হইতে পারে এইকপ লিখিত, ছাপানো অথবা দৃশ্যমান কোন বিষয়বস্তু বা বিজ্ঞাপনে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
- (চ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ফরম ও উহাতে অন্তর্ভুক্ত বিষয়াদি নির্ধারণ;
- (ছ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব সংরক্ষণের ছক ও পদ্ধতি নির্ধারণ;
- (জ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে নিরীক্ষক নিয়োগের শর্তাবলী এবং তাহাদের সম্মানী নির্ধারণ;
- (ঝ) কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এককভাবে বা অন্য কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সহিত যৌথভাবে ইলেক্ট্রনিক সিস্টেম স্থাপনের সুবিধা প্রদান এবং উক্ত সিস্টেম পরিচালনার নীতি নির্ধারণ;
- (ঝঃ) কার্য পরিচালনা বিষয়ে গ্রাহক ও সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের আচরণ বিধি নির্ধারণ;
- (ঝঁ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ও গ্রাহকের মধ্যকার স্বার্থের বিরোধে নিষ্পত্তি;
- (ঝঁঁ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কর্তৃব্য ও দায়িত্ব নির্ধারণ;
- (ড) কম্পিউটারজাত উপাত্ত-ভাস্তুর সংরক্ষণ, যাহাতে-
- (অ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত তথ্যাবলীসহ প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের রেকর্ড অন্তর্ভুক্ত থাকিবে, এবং
- (আ) জনগণের প্রবেশাধিকারের নিশ্চয়তা থাকিবে;
- (ঢ) এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধির অধীন অন্য কোন কার্য-সম্পাদন।

বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে স্বীকৃতি

- ২০। (১) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে ও তদত্তিন্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নিয়ন্ত্রক বিদেশী কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে এই আইনের অধীন একটি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করিতে পারিবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন বিদেশী কর্তৃপক্ষকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে স্বীকৃতি প্রদান করা হইলে, উক্ত কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট এই আইনের উদ্দেশ্যে পূরণকল্পে বৈধ হইবে।
- (৩) নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উপ-ধারা (১) এর অধীন আরোপিত যে শর্তের অধীন স্বীকৃতিপ্রাপ্ত হইয়াছে উহার কোন শর্ত লঙ্ঘন করিয়াছে, তাহা হইলে তিনি, লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া, সরকারী গেজেটে এবং তদত্তিন্ত ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রকাশিত প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত স্বীকৃতি বাতিল করিতে পারিবেন।

নিয়ন্ত্রকের সংরক্ষণাধার (repository) হিসাবে দায়িত্ব পালন

- ২১। (১) নিয়ন্ত্রক এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত সকল ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের সংরক্ষণাধার হইবেন।
- (২) নিয়ন্ত্রক সকল ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবেন, এবং তজ্জন্য তিনি এমন হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং অন্য কোন নিরাপদ পদ্ধতি ব্যবহার করিবেন যাহাতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের অপব্যবহার ও উহাতে আবাঙ্গত প্রবেশ রোধ করা যায় এবং একটি নির্ধারিত মানদণ্ড অনুসরণ করিবেন।
- ২২। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, যে কোন ব্যক্তি ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স ইস্যু করা যাইবে না, যদি আবেদনকারীর নির্ধারিত যোগ্যতা, দক্ষতা, জনবল, আর্থিক সঙ্গতি এবং ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার জন্য নির্ধারিত অন্যান্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সুবিধাদি না থাকে।
- (৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স-
- (ক) নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত বৈধ থাকিবে;
- (খ) নির্ধারিত শর্তাদি প্রতিপালন সাপেক্ষে প্রদান করিতে হইবে; এবং
- (গ) উত্তরাধিকারের মাধ্যমে অর্জন বা অন্য কোনভাবে হস্তান্তরযোগ্য হইবে না।

লাইসেন্সের জন্য আবেদন

- ২৩। (১) লাইসেন্স প্রাপ্তির জন্য নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করিতে হইবে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রতিটি আবেদনের সহিত নিম্নবর্ণিত দলিল ও কাগজাদি সংযোজন করিতে হইবে-
- (ক) প্রত্যয়নপত্র প্রদান বিষয়ে অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ (Certification practice statement);
- (খ) আবেদনকারীর পরিচয় নির্ধারণ সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র;
- (গ) নির্ধারিত ফিস জমাকরণের প্রমাণপত্র;
- (ঘ) নির্ধারিত অন্যান্য তথ্য, দলিল ও কাগজপত্র।

লাইসেন্স নবায়ন

- ২৪। এই আইনের অধীন ইস্যুকৃত লাইসেন্স নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফিস প্রদান সাপেক্ষে, ব্যক্তিগতভাবে নির্ধারিত মেয়াদের জন্য নবায়নযোগ্য হইবে।

লাইসেন্স মণ্ডজুর বা অগ্রহ্য করিবার প্রক্রিয়া

- ২৫। ধারা ২২(১) এর অধীন আবেদনপ্রাপ্তির পর নিয়ন্ত্রক উক্ত আবেদনের সহিত সংযুক্ত তথ্য, দলিলাদি ও কাগজপত্র এবং তদকর্তৃক স্থায়িত্ব বলিয়া বিদ্যুতে অন্য যে কোন বিষয় বিবেচনাক্রমে লাইসেন্স মণ্ডজুর বা কোন আবেদন বাতিল বা নামঞ্জুর করিতে পারিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, আবেদনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংগত সুযোগ না দিয়া কোন আবেদন বাতিল বা নামঞ্জুর করা যাইবে না।

লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতকরণ

- ২৬। (১) এই আইনের অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিয়ন্ত্রক যে কোন লাইসেন্স স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবেন, যদি তিনি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে,
- (ক) লাইসেন্স ইস্যু বা নবায়ন করিবার বিষয়ে ভুল বা অসত্য তথ্য প্রদান করিয়াছে;
- (খ) লাইসেন্স শর্তাবলী পালনে ব্যর্থ হইয়াছে;
- (গ) ধারা ২১(২) এর অধীন নির্ধারিত মানদণ্ড বজায় রাখিতে ব্যর্থ হইয়াছে;
- (ঘ) এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান বা আদেশের কোন বিধান লঙ্ঘন করিয়াছে।
- (২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিলের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শাইবার যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া এই ধারার অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল করা যাইবে না।

(৩) নিয়ন্ত্রকের যদি বিশ্বাস করিবার যুক্তিসংগত কারণ থাকে যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লাইসেন্স বাতিলের কারণ উদ্ভৃদ হয়েছে, তাহা হইলে তিনি আদেশ দ্বারা, তদকর্তৃক নির্দেশিত তদন্ত সম্পর্কে হওয়া পর্যন্ত উক্ত লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর অধীন কোন লাইসেন্স সাময়িক স্থগিত আদেশের বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শনোর যুক্তিসংগত সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন লাইসেন্স ১৪ (চৌদ্দ) দিনের অধিক মেয়াদের জন্য সাময়িকভাবে স্থগিত করা যাবে না।

(৫) এই ধারার অধীন কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ লাইসেন্স স্থগিত থাকাকালীন মেয়াদে কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবে না।

লাইসেন্স বাতিল বা স্থগিতের নোটিশ

২৭। (১) কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের লাইসেন্স বাতিল বা সাময়িকভাবে স্থগিত করা হইলে, নিয়ন্ত্রক তদকর্তৃক সংরক্ষিত উপাত্ত-ভাস্তবে উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, সাময়িক স্থগিত আদেশের নোটিশ উক্ত সকল সংরক্ষণাধারে প্রকাশ করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, সাময়িকভাবে স্থগিত আদেশের নোটিশসম্বলিত উপাত্ত-ভাস্তব ইলেক্ট্রনিক বা অন্য কোন মাধ্যমে সর্বসাধারণের জন্য সর্বক্ষণিক প্রাপ্তিসাধ্য করিতে হইবে।

ক্ষমতা অর্পণ

২৮। নিয়ন্ত্রক এই আইনের অধীন তাহার যে কোন ক্ষমতা লিখিতভাবে উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন অন্য কোন কর্মকর্তাকে অর্পণ করিতে পারিবেন।

তদন্তের ক্ষমতা

২৯। (১) নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা তাহার নিয়ন্ত্রণাধীন যে কোন কর্মকর্তা এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রিধানের কোন বিধান লংঘনের তদন্ত করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে, নিয়ন্ত্রক বা উক্ত কর্মকর্তা দেওয়ানী কার্যবিধির অধীন দেওয়ানী আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন, যথা:

(ক) উদঘাটন এবং পরিদর্শন;

(খ) কোন ব্যক্তির উপস্থিতি নিশ্চিত করা এবং তাহাকে শপথের মাধ্যমে জিজ্ঞাসাবাদ করা;

(গ) কোন দলিল উপস্থাপনে বাধ্য করা; এবং

(ঘ) কমিশনে কোন সাক্ষীকে জিজ্ঞাসাবাদ বা পরীক্ষা করা।

কম্পিউটার এবং উহাতে ধারণকৃত উপাত্তে প্রবেশ

৩০। (১) ধারা ৪৫ এর বিধান ক্ষম না করিয়া, নিয়ন্ত্রক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির যদি যুক্তিসংগত কারণে এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রিধানের কোন বিধান লংঘন হইয়েছে বলিয়া সন্দেহ হয়, তাহা হইলে তদন্ত করিবার স্থার্থে তিনি কেন কম্পিউটার সিস্টেমে ধারণকৃত বা প্রাপ্তিসাধ্য কোন তথ্য বা উপাত্ত সংগ্রহ করিবার উদ্দেশ্যে উক্ত কম্পিউটার সিস্টেম বা কোন যন্ত্রপাতি বা উপাত্ত বা উক্ত সিস্টেমের সহিত সংশ্লিষ্ট অন্য কোন বিষয়বস্তুতে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, নিয়ন্ত্রক বা তদকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি, আদেশ দ্বারা, কোন কম্পিউটার সিস্টেম যন্ত্রপাতি, উপাত্ত বা বিষয়বস্তুর পরিচালনা বা তত্ত্ববিধানকারী ব্যক্তিকে প্রয়োজনীয় যে কোন প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করিবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন নির্দেশ প্রদান করা হইলে নির্দেশপ্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশনুসারে সহযোগিতা করিতে বাধ্য থাকিবেন।

কতিপয় বিষয়ে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় বিধান

৩১। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ-

(ক) অনধিকার প্রবেশ ও অপব্যবহার রোধের উদ্দেশ্যে নিরাপদ হার্ডওয়ার, সফটওয়ার এবং যথাযথ প্রক্রিয়া ব্যবহার করিবে;

(খ) এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রয়োজনীয় যে কোন প্রযুক্তিগত এবং অন্যান্য সহযোগিতা প্রদান করিবে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে;

(গ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের গোপনীয়তা এবং একান্ত নিশ্চিত করিবার জন্য যথাযথ নিরাপত্তা পদ্ধতি অনুসরণ করিবে; এবং

(ঘ) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত অন্যান্য মানদণ্ড অনুসরণ করিবে।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আইন, ইত্যাদির, প্রতিপালন নিশ্চিতকরণ

৩২। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক নিযুক্ত বা অন্য কোনভাবে নিয়োজিত প্রত্যেক ব্যক্তি এই আইনের অধীন সীয় কার্যসম্পাদন ও দায়িত্ব পালনকালে এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধানসমূহের প্রতিপালন নিশ্চিত করিবে।

লাইসেন্স প্রদর্শন

৩৩। প্রত্যেক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উহার ব্যবসায় পরিচালনার স্থানের কোন প্রকাশ্য স্থানে উহার লাইসেন্স সংশ্লিষ্ট সকলের অবলোকনের জন্য প্রদর্শন করিবে।

লাইসেন্স সমর্পণ

৩৪। এই আইনের অধীন কোন লাইসেন্স বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থগিত করা হইলে উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থগিতকরণের পর অন্তিবিলৈসে সংশ্লিষ্ট সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত লাইসেন্স নিয়ন্ত্রকের নিকট সমর্পণ করিবে।

কতিপয় প্রকাশ করা

৩৫। (১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ, প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলি প্রকাশ করিবে, যথা:-

(ক) অন্য ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বৈধ করিবার জন্য সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ব্যবহৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট,

(খ) সার্টিফিকেট প্রদানের বিষয়ে অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ;

(গ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট বাতিল বা স্থগিত নোটিশ, যদি থাকে; এবং

(ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের বিশ্বাসযোগ্যতা বা উহার সেবা প্রদানের সামর্থ সম্পর্কে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হইতে পারে এমন অন্য কোন তথ্য।

(২) যদি এমন কোন ঘটনা ঘটে যা এমন কোন পরিস্থিতির উক্ত হয় যাহাতে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত কর্তৃপক্ষের কম্পিউটার সিস্টেমের বিশ্বাসযোগ্যতার বিরুপ অবস্থার সৃষ্টি হইয়েছে বা উক্ত কর্তৃপক্ষকে প্রদত্ত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের শর্তের ব্যতোর্য ঘটিয়েছে, তাহা হইলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্ত ঘটনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এমন সকল ব্যক্তিকে অবাহিত করিবার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

সার্টিফিকেট ইস্যুকরণ

৩৬। নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি সম্পর্কে নিশ্চিত হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কোন সভাব্য গ্রাহককে সার্টিফিকেট ইস্যু করিতে পারিবে, যথা:-

- (ক) সার্টিফিকেট ইস্যুর জন্য আবেদনকারী গ্রাহক কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে আবেদন দাখিল করা হইয়াছে কি না;
- (খ) আবেদনকারী গ্রাহকের পরিচয় সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়াসহ উক্ত বিষয়ে অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি প্রতিপালিত হইয়াছে কি না;
- (গ) আবেদনকারী গ্রাহক ইস্যুত্ব সার্টিফিকেটের জন্য একজন তালিকাভুক্ত বাস্তি কি না;
- (ঘ) ইস্যুত্ব সার্টিফিকেটের জন্য আবেদনকারী গ্রাহক প্রদত্ত সকল তথ্য সঠিক আছে কি না; এবং
- (ঙ) সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার জন্য নির্ধারিত ফিস উক্ত গ্রাহক কর্তৃক প্রদান করা হইয়াছে কি না।

সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিশ্চয়তা প্রদান

৩৭। (১) সার্টিফিকেটে বর্ণিত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বা সার্টিফিকেটের উপর যুক্তিসংজ্ঞতভাবে আস্থাবান যে কোন ব্যক্তিকে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার সময় এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে উক্ত কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রদানের জন্য অনুসরণীয় রীতি ও পদ্ধতি প্রতিপালনে সার্টিফিকেট ইস্যু করিয়াছে, অথবা উক্ত বিষয়ে আস্থাবান বাস্তি অবহিত রহিয়াছেন।

- (২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অনুসৃত রীতি ও পদ্ধতি না থাকিবার ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবে যে-
- (ক) সার্টিফিকেট ইস্যুকরণে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ এই আইন এবং তদৰ্থীন প্রীতি বিধি ও প্রবিধানের অধীন সকল আবশ্যিকতা প্রতিপালন করিয়াছে, এবং যদি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট প্রকাশ করিয়া থাকেন অথবা অন্য কোন প্রকারে উহা অনুরূপ আস্থাবান ব্যক্তির জন্য লভ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে সার্টিফিকেটে তালিকাভুক্ত গ্রাহক উহা গ্রহণ করিয়াছেন;
- (খ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সার্টিফিকেটে অথবা বরাত হিসাবে সার্টিফিকেটে অর্তভুক্ত তথ্যের নির্দূলতা বা ষথার্থতার নিশ্চয়তা সম্পর্কিত কোন ক্ষুণ্ণ না থাকিলে সার্টিফিকেটে বর্ণিত সকল তথ্য সঠিক;
- (গ) কোন তথ্য সার্টিফিকেটে অর্তভুক্ত করা হইলে দফা (ক) এবং (খ) এ প্রদত্ত নিশ্চয়তার বিশ্বাসযোগ্যতাকে ক্ষুণ্ণ করিতে পারে এমন কোন তথ্য সম্পর্কে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের কোন জ্ঞান নাই।

(৩) যদি প্রয়োজ্য সার্টিফিকেট প্রদান রীতি ও পদ্ধতির বিবরণ বরাত হিসাবে কোন সার্টিফিকেটে অর্তভুক্ত হয় বা উক্ত বিষয়ে বিশ্বাস হাপনকারী ব্যক্তির জ্ঞান থাকে, তাহা হইলে উপ-ধারা (২) এর বিধান উক্তরূপে প্রদত্ত সার্টিফিকেট প্রদান রীতি ও পদ্ধতির বিবরণের সাহিত যতটুকু সামঞ্জস্য পূর্ণ হয় ততটুকু প্রয়োজ্য হইবে।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল

- ৩৮। (১) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট নিম্নবর্ণিত কারণে বাতিল করিতে পারিবে, যথা:-
- (ক) কোন গ্রাহক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষগমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উহা বাতিলের আবেদন করিলে;
- (খ) কোন গ্রাহকের মৃত্যু হইলে; বা
- (গ) গ্রাহক কোম্পানি হইবার ক্ষেত্রে, উহার অবসায়ন হইলে বা অন্য কোনভাবে উহার বিলুপ্তি ঘটিলে।
- (২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে এবং উপ-ধারা (১) এর বিধানের সামগ্রিকতাকে ক্ষুণ্ণ না করিয়া, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক ইস্যুকৃত কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল করিতে পারিবে, যদি উক্ত কর্তৃপক্ষ এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে-
- (ক) কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট উপস্থাপিত তথ্য মিথ্যা বা গোপন করা হইয়াছে;
- (খ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ইস্যু করিবার সকল আবশ্যিকতা পূরণ করা হয় নাই;
- (গ) প্রত্যায়নকারী কর্তৃপক্ষের সনাক্তকরণ পদ্ধতি এমনভাবে পরিবর্তন করা হইয়াছে যাহার দ্বারা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের নির্ভরযোগ্যতা বস্তুগতভাবে ও সামগ্রিকভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছে; বা
- (ঘ) উপযুক্ত আদালত কর্তৃক গ্রাহক দেউলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।
- (৩) গ্রাহককে শুনানীর যুক্তিসংজ্ঞত সুযোগ না দিয়া এই ধারার অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল করা যাইবে না।
- (৪) এই ধারার অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল করিবার পর অবিলম্বে বিষয়টি সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট স্থগিতকরণ

- ৩৯। (১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত কারণে কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ তদকর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট স্থগিত করিতে পারিবে, যথা:-
- (ক) সংশ্লিষ্ট ইলেক্ট্রনিক সার্টিফিকেটে তালিকাভুক্ত গ্রাহক অথবা উক্ত গ্রাহকের নিকট হইতে ক্ষগমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি উহা স্থগিতের অনুরোধ জ্ঞাপন করিলে;
- (খ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ জনস্বার্থে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটটি স্থগিত রাখা সমীচীন মনে করিলে।
- (২) সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে ৩০ (ত্রিশ) দিনের নোটিশ প্রদান না করিয়া উপ-ধারা (১) (খ) এর অধীন কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট স্থগিত করা যাইবে না।
- (৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে গ্রাহক কর্তৃক প্রদত্ত ব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নহে মর্মে সন্তুষ্ট হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ সার্টিফিকেট স্থগিতকরণের পর অবিলম্বে সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বিষয়টি সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে অবহিত করিবে।

বাতিল বা স্থগিতকরণের নোটিশ

- ৪০। (১) কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট ধারা ৩৮ এর অধীন বাতিল বা ধারা ৩৯ এর অধীন স্থগিত করা হইলে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ উক্ত বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থানক্ষণিকভাবে প্রদত্ত নোটিশ সংরক্ষণাধারে তদ্বিয়ন্তে একটি নোটিশ প্রকাশ করিবে।
- (২) একাধিক সংরক্ষণাধার থাকিবার ক্ষেত্রে, সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট বাতিল বা, ক্ষেত্রমত, স্থগিতকরণের নোটিশ উক্ত সকল সংরক্ষণাধারে প্রকাশ করিবে।

ষষ্ঠ অধ্যায় **গ্রাহকের দায়িত্বাবলী**

- ৪১। সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটের শুল্কতা নিশ্চিত করিবার জন্য গ্রাহক ষথার্থ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ

- ৪২। (১) কোন গ্রাহক কর্তৃক কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ কর্তৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে, যদি তিনি স্বয়ং বা তাহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি উহা এক বা একাধিক ব্যক্তির নিকট বা কোন সংরক্ষণাধারে প্রকাশ করিবেন।
- (২) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করিয়া গ্রাহক উহাতে বর্ণিত তথ্যের উপর যুক্তিসংজ্ঞতভাবে আস্থাবান সকলের নিকট প্রত্যয়ন করিতে পারিবে।
- (ক) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট গ্রাহকের প্রদত্ত বর্ণনা এবং ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটে বর্ণিত সকল তথ্য এবং প্রাসঙ্গিক সকল বিষয়াদি সঠিক, এবং

**সার্টিফিকেট পাইবার ক্ষেত্রে
উপস্থাপিত তথ্য সম্পর্কে
অনুমান**

**গ্রাহকের নিরাপত্তা ব্যবস্থার
নিয়ন্ত্রণ**

**নির্দেশ প্রদানে নিয়ন্ত্রকের
ক্ষমতা**

**জরুরী পরিস্থিততে নিয়ন্ত্রকের
নির্দেশ প্রদানের ক্ষমতা**

**সংরক্ষিত সিস্টেম ঘোষণার
ক্ষমতা**

**ডকুমেন্ট, রিটার্ণ ও রিপোর্ট
প্রদানে ব্যর্থভার প্রতিবিধান**

**তথ্য, বই, ইত্যাদি জমা করিতে
ব্যর্থভার প্রতিবিধান**

**হিসাব বই বা রেকর্ড সংরক্ষণে
ব্যর্থভার প্রতিবিধান**

অন্যান্য ক্ষেত্রে জরিমানা

**সন্তুষ্য লংঘনের ক্ষেত্রে
নিয়ন্ত্রকের নিষেধাজ্ঞামূলক
আদেশদানের ক্ষমতা**

জরিমানা

৪৩। কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট পাইবার উদ্দেশ্যে, গ্রাহক কর্তৃক সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট উপস্থাপিত সকল বস্তুগত তথ্য এবং গ্রাহকের জানামতে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেটে অন্তর্ভুক্ত রয়িয়াছে এমন সকল তথ্য, উক্ত কর্তৃপক্ষের কর্তৃক নিশ্চিত করা হটক বা না হটক, গ্রাহকের সর্বোচ্চ জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক ও সম্পূর্ণরূপে প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

৪৪। (১) প্রতেক গ্রাহক তাহার ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদান প্রক্রিয়ায় নিরাপত্তা বজায় রাখিতে যত্নবান হইবেন, এবং গ্রাহকের ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সংযুক্ত করিবার জন্য অনুমোদনপ্রাপ্ত নহেন এমন কোন ব্যক্তির নিকট উহা প্রকাশ না করিবার সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান লঙ্ঘনক্রমে যদি কোন নিরাপত্তা ব্যবস্থা ক্ষুণ্ণ হয়, তাহা হইলে সংশ্লিষ্ট গ্রাহক অন্তিবিলম্বে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষকে নির্ধারিত পদ্ধতিতে আবাহিত করিবেন।

সম্পূর্ণ অধ্যায় **আইনের বিধান লঙ্ঘন, প্রতিবিধান ও জরিমানা আরোপ, ইত্যাদি**

৪৫। এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রক, আদেশ দ্বারা, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মচারীকে আদেশে উল্লিখিতমতে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা কোন কাজ করা হইতে বিরত থাকিতে বা নিয়ন্ত্রকের বিচেনামতে অন্যাধিক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৬। (১) নিয়ন্ত্রক যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অধিগুপ্তা, নিরাপত্তা, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনসংঘূল্বান ও নিরাপত্তা রত্নার স্বার্থে বা এই আইনের অধীন দণ্ডনোয়া কোন অপরাধ সংঘটনের প্রয়োচনা প্রতিরোধের জন্য নির্দেশ প্রদান করা সমীচীন ও প্রয়োজন, তাহা হইলে তিনি, লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক, আদেশ দ্বারা, সরকারের কোন আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে কোন কম্পিউটার রিসোর্সের মাধ্যমে কোন তথ্য সম্পর্কারে বাধা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন আদেশ জারী করা হইলে, উক্ত আদেশে বর্ণিত নির্দেশনা অনুসারে কোন গ্রাহক বা কম্পিউটার রিসোর্স এর তত্ত্বাবধায়ক উক্ত সংস্থাকে কোন তথ্য উল্লেখপূর্বক করিতে পারিবেন।

৪৭। (১) নিয়ন্ত্রক, সরকারি বা তদবিকৃত এলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওর্ককে একটি সংরক্ষিত সিস্টেম হিসাবে ঘোষণা করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ঘোষিত সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ বা নিরাপত্তা প্রদানের উদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক, লিখিত আদেশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে তগমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৪৮। কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন প্রদেয় ডকুমেন্ট, রিটার্ণ ও রিপোর্ট নিয়ন্ত্রক বা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যাধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।

৪৯। কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন এতদুদ্দেশ্যে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে, কোন তথ্য, বই বা অন্য কোন ডকুমেন্ট সরবরাহ করিতে ব্যর্থ হইলে, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যাধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।

৫০। কোন ব্যক্তি এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের অধীন সংরক্ষণীয় কোন হিসাব বই বা রেকর্ড সংরক্ষণ করিতে ব্যর্থ হইলে, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যাধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।

৫১। এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের এমন কোন বিধান যাহার বিষয়ে পৃথকভাবে কোন জরিমানা বা অর্থদণ্ডের বিধান করা হয় নাই, কোন ব্যক্তি এমন কোন বিধান লঙ্ঘন করিলে, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রক বা, ক্ষেত্রমত, সরকারের নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা লিখিতভাবে কারণ উল্লেখপূর্বক, প্রশাসনিক আদেশ দ্বারা, উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অন্যাধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবেন।

৫২। (১) নিয়ন্ত্রক যদি মনে করেন যে, কোন ব্যক্তি এমন কার্য করিতে উদ্যোগী হইয়াছেন বা হইতেছেন যাহার ফলে এই আইন, তদবীন প্রণীত বিধি, প্রবিধান, লাইসেন্সের কোন বিধান বা নিয়ন্ত্রকের কোন নির্দেশ লঙ্ঘিত হইতেছে বা হইবে, তাহা হইলে উক্ত কার্য হইতে কেন তিনি বিরত হইবেন না বা থাকিবেন না সেই মর্মে তদকর্তৃক সময়ের নোটিশ জারী করিয়া তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি কেনে বক্তব্য লঙ্ঘন হইতে উহা প্রকার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) নিয়ন্ত্রক যদি সন্তুষ্ট হন যে, উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন লঙ্ঘন বা সংবাদ লঙ্ঘনের প্রকৃতি এমন যে, অবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি কে বিরত হইতে পারিবেন না বা প্রয়োজন, তাহা হইলে নিয়ন্ত্রক উক্ত উপ-ধারার অধীন নোটিশ জারী করিয়া তাহার বক্তব্য লিখিতভাবে উপস্থাপনের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (১) ও (২) এর অধীন কোন নির্দেশ দেওয়া হইলে উক্ত ব্যক্তি উক্ত নির্দেশ প্রতিপালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৪) কোন ব্যক্তি এই ধারার অধীন প্রদত্ত নির্দেশ লঙ্ঘন করিলে নিয়ন্ত্রক তাহার নিকট হইতে অন্যাধিক দশ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।

৫৩। (১) এই আইনের অধীন আরোপযোগ্য জরিমানার অতিরিক্ত হিসাবে নিয়ন্ত্রক বিধি দ্বারা নির্ধারিত এই আইনের অন্যান্য বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে জরিমানা আরোপের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

(২) এই আইন বা বিধির কোন বিধান লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে লঙ্ঘনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংস্থত সুযোগ না দিয়া এই আইনের অধীন কোন জরিমানা আরোপ করা যাইবে না।

(৩) জরিমানা আরোপের বিষয়ে নিয়ন্ত্রকের সিদ্ধান্ত প্রদানের তারিখের সাত দিনের মধ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উক্ত সিদ্ধান্ত পুনরীক্ষণের জন্য নিয়ন্ত্রকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন এবং এইরূপে কোন আবেদন দাখিল করা হইলে আবেদনকারীকে শুনানীর যুক্তিসংস্থত সুযোগ প্রদান করিয়া নিয়ন্ত্রক অন্যাধিক পনের দিনের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) এই আইনের অধীন প্রদত্ত জরিমানা পরিশোধ না করা হইলে উহা Public Demands Recovery Act, 1913 (Bengal Act III of 1913) এর অধীন সরকারী দাবী গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।

অষ্টম অধ্যায় **অপরাধ, তদন্ত, বিচার, দণ্ড ইত্যাদি**

৪[বিলুপ্ত]

৫[***]

৬[বিলুপ্ত]

৭[***]

৮[বিলুপ্ত]

৯[***]

লাইসেন্স সমর্পণে ব্যর্থতা ও উহার দণ্ড

৫৮ (১) ধারা ৩০ এর অধীন কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ যদি কোন লাইসেন্স সমর্পণ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে যে ব্যক্তির অনুকূলে উক্ত লাইসেন্স প্রদান করা হইয়াছিল সেই ব্যক্তির উক্ত ব্যর্থতা হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদণ্ডে, বা অনধিক দশ হাজার টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

নির্দেশ লঙ্ঘন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড

৫৯ (১) এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার প্রয়োজনে নিয়ন্ত্রক, আদেশ দ্বারা, কোন সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ বা উহার কোন কর্মচারীকে আদেশে উল্লিখিতমতে কোন বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে বা কোন কার্য করা হইতে বিবর থাকিতে নির্দেশ প্রদান করিলে কোন ব্যক্তি যদি উক্ত নির্দেশ লংঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত লংঘন হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক এক লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

জরুরী পরিস্থিততে নিয়ন্ত্রকের নির্দেশ অমান্যে দণ্ড

৬০ (১) বাংলাদেশের সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা, নিরাপত্তা, অন্যান্য বিদেশী রাষ্ট্রের সহিত বাংলাদেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, জনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা বক্ষর স্থার্থে বা এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধ সংঘটনের প্রয়োজনে প্রতিরোধের জন্য নিয়ন্ত্রক, লিখিত আদেশ দ্বারা, সরকারের কোন আইন প্রদানকারী সংস্থাকে কোন কম্পিউটার রিসোর্সের মাধ্যমে কোন তথ্য সম্পর্কের বাধা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিলে কোন ব্যক্তি অনুরূপ বাধা অমান্য করিয়া কোন তথ্য সম্পর্কের বাধা দেওয়ার নির্দেশ প্রদান করিলে তুহা হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক পাঁচ বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক পাঁচ লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

সংরক্ষিত সিস্টেমে প্রবেশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড

৬১ (১) নিয়ন্ত্রক, সরকারী বা ঐচ্ছিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম বা কম্পিউটার নেটওয়ার্ককে একটি সংরক্ষিত সিস্টেম হিসাবে ঘোষণা করা সম্ভব যদি কোন ব্যক্তি উক্ত সংরক্ষিত কম্পিউটার, সিস্টেম বা নেটওয়ার্কে অননুমোদিতভাবে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই অননুমোদিত প্রবেশ হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি ১১ [অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অন্যন্য সাত বৎসর কারাদণ্ডে], বা অনধিক দশ লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

মিথ্যা প্রতিনিধিত্ব ও তথ্য গোপন সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড

৬২ (১) যদি কোন ব্যক্তি লাইসেন্স বা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রাপ্তির জন্য নিয়ন্ত্রক বা সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট মিথ্যা পরিচয় প্রদান করেন বা কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করেন, তাহা হইলে তাহার উক্ত কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

গোপনীয়তা প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড

৬৩ (১) এই আইন বা আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে ভিমুরূপ কোন কিছু না থাকিলে, কোন ব্যক্তি যদি এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধানের তদবীন কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তুতে প্রবেশাধিকারণে হইয়া, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির সম্মতি ব্যতিরেকে, কোন ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড, বই, রেজিস্টার, পত্রযোগাযোগ, তথ্য, দলিল বা অন্য কোন বিষয়বস্তু অন্য কোন ব্যক্তির নিকট প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

তুষ্যা (false) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রকাশ সংক্রান্ত অপরাধ ও দণ্ড

৬৪ (১) কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে নিম্নবর্ণিত বিষয়ে কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রকাশ বা অন্য কোনভাবে অন্য কোন ব্যক্তির প্রতিসাধ্য করিবেন না, যাহা-

(ক) তালিকাভুক্ত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ইস্যুকৃত হয় নাই; বা

(খ) তালিকাভুক্ত গ্রাহক কর্তৃক উহা গৃহীত হয় নাই; বা

(গ) বাতিল বা স্থগিত করা হইয়াছে;

যদি না উক্ত প্রকাশনা কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর বাতিল বা স্থগিতের পূর্বেই যাচাইয়ের উদ্দেশ্যে তৈরি করা হইয়া থাকে এবং যদি উক্ত বিধান লংঘনক্রমে উক্ত সার্টিফিকেট প্রকাশ বা অন্য কোনভাবে অন্য কোন ব্যক্তির প্রাপ্তিসাধ্য করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

প্রতারণার উদ্দেশ্যে ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রকাশ, ইত্যাদি সংক্রান্ত অপরাধ ও উহার দণ্ড

৬৫ (১) যদি কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে প্রতারণা বা অন্য কোন বে-আইনী উদ্দেশ্যে কোন ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর সার্টিফিকেট প্রস্তুত, প্রকাশ বা প্রাপ্তিসাধ্য করেন, তাহা হইলে তাহার এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অনধিক দুই বৎসর কারাদণ্ডে, বা অনধিক দুই লক্ষ টাকা অর্ধদণ্ডে, বা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১২[বিলুপ্ত]

১৩[***]

কোম্পানী, ইত্যাদি কর্তৃক অপরাধ সংঘটন

৬৬ (১) কোন কোম্পানী কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে উক্ত অপরাধের সহিত প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতা রহিয়াছে কোম্পানীর এমন প্রত্যেক পরিচালক, ম্যানেজার, সচিব, অংশীদার, কর্মকর্তা এবং কর্মচারী উক্ত অপরাধ সংঘটিত করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন, যদি না প্রমাণ করা যায় যে, উক্ত অপরাধ তাহার অজ্ঞাতসমাজের সংঘটিত হইয়াছে অথবা উক্ত অপরাধ রোধ করিবার জন্য তিনি যথসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন।

ব্যাখ্যা: এই ধারায়-

(ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, অংশীদারী কারবার, সমিতি, সংগঠন এবং কর্মকর্তা উক্ত অপরাধের সংঘটিত হইবে; এবং

(খ) বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে উহার কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

সাইবার ট্রাইব্যুনাল গঠন

৬৮। (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের দ্রুত ও কার্যকর বিচারের উদ্দেশ্যে, এক বা একাধিক সাইবার ট্রাইব্যুনাল, অতঃপর সময় সময় ট্রাইব্যুনাল বিনিয়ো উল্লিখিত, গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনাল সূচীমূল কোটিরে সহিত প্রামাণ্যক্রমে, সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন দায়রা জজ বা একজন অভিযোগ দায়রা জজের সময়ের গঠিত হইবে; এবং অনুকূলভাবে নিযুক্ত একজন বিচারক “সাইবার ট্রাইব্যুনাল” নামে অভিহিত হইবেন।

(৩) এই ধারার অধীন গঠিত সাইবার ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে অথবা এক বা একাধিক দায়রা ডিভিশনের অধিক্ষেত্রে প্রদান করা যাইতে পারে; এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল কেবল এই আইনের অধীন অপরাধের মামলার বিচার করিবে।

(৪) সরকার কর্তৃক প্রবর্তিতে গঠিত কোন ট্রাইব্যুনালকে সমগ্র বাংলাদেশের অথবা এক বা একাধিক দায়রা বিভাগের সময়ের গঠিত উহার অংশ বিশেষের স্থানীয় অধিক্ষেত্রে ন্যস্ত করিবার কারণে ইতৎপূর্বে কোন দায়রা আদালতে এই আইনের অধীন নিষ্পত্তাধীন মামলার বিচার কার্যক্রম স্থগিত, বা সংশ্লিষ্ট স্থানীয় অধিক্ষেত্রের ট্রাইব্যুনালে ব্যবস্থাপ্রয়োগ বাধা দায়িত্বে না, তবে সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, দায়রা আদালতে নিষ্পত্তাধীন এই আইনের অধীন কোন মামলা বিশেষ স্থানীয় অধিক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ট্রাইব্যুনালে বদলী করিতে পারিবে।

(৫) কোন ট্রাইব্যুনাল, ভিন্নরূপ সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করিলে, যে সাক্ষীর সাক্ষ্য গ্রহণ করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য পুনঃগ্রহণ, বা পুনঃশুনানী গ্রহণ করিতে, অথবা উপ-ধারা (৪) এর অধীন গ্রহীত কার্যাদার পুনরায় আরও করিতে বাধা দায়িত্বে না, তবে ট্রাইব্যুনাল ইতোমধ্যে যে সাক্ষ্য গ্রহণ বা উপস্থাপন করা হইয়াছে উক্ত সাক্ষীর ভিত্তিতে কার্য করিতে এবং মামলা যে পর্যায়ে ছিল সেই পর্যায় হইতে বিচারকার্য অব্যাহত রাখিতে পারিবে।

(৬) সরকার, অদেশ দ্বারা, যে স্থান বা সময় নির্ধারণ করিবে সেই স্থান বা সময়ে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল আসন্ন গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উহার কার্যক্রম পরিচালনা করিতে পারিবে।

সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচার পদ্ধতি

৬৯। (১) সাব-ইলপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ কোন পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ১৪। অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদুদ্দেশ্যে তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতীত বিশেষ ট্রাইব্যুনাল কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

(২) ট্রাইব্যুনাল এই আইনের অধীন অপরাধের বিচারকালে দায়রা আদালতে বিচারের জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এর বর্ণিত পদ্ধতি, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, অনুসরণ করিবে।

(৩) কোন ট্রাইব্যুনাল, ন্যায়বিচারের স্বার্থে প্রয়োজনীয় না হইলে, এবং কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ না করিয়া, কোন মামলার বিচারকার্য স্থগিত করিতে পারিবে না।

(৪) যেইক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনালের বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, অভিযুক্ত ব্যক্তি প্লাটাক রহিয়াছেন বা আত্মগোপন করিয়াছেন যে কারণে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া বিচারের জন্য উপস্থিত করা সম্ভব নহে এবং তাহাকে অবিলেখে গ্রেপ্তারের অবকাশ নাই, সেইক্ষেত্রে উক্ত ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, বহুল প্রচারিত অন্যান্য জাতীয় দুইটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে, অনুরূপ ব্যক্তিকে আদেশে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে হাজির হইবার নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে, এবং উক্ত ব্যক্তি অনুরূপ নির্দেশ প্রালয় করিতে ব্যর্থ হইলে তাহার অনুপস্থিতিতেই তাহার বিচার করা হইবে।

(৫) ট্রাইব্যুনালের সামনে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইবার বা জামিনে মৃত্যু পাইবার পর পলাতক হইলে অথবা উহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে ব্যর্থ হইলে, উপ-ধারা (৪) এ উল্লিখিত পদ্ধতি প্রয়োজ্য হইবে না, এবং উক্ত ট্রাইব্যুনাল উহার সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া অনুরূপ ব্যক্তির অনুপস্থিতিতেই বিচার করিবে।

(৬) ট্রাইব্যুনাল, উহার নিকট পেশকৃত আবেদনের ভিত্তিতে, বা উহার নিজ উদ্দ্যোগে, কোন পুলিশ কর্মকর্তা বা, ক্ষেত্রমত, নিয়ন্ত্রক বা এতদুদ্দেশ্যে নিয়ন্ত্রকের নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তাকে এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট যে কোন মামলা পুনঃতদন্তের, এবং তদকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে রিপোর্ট প্রদানের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ

৭০। (১) ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, এই আইনের বিধানাবলীর সহিত অসংগতিপূর্ণ না হওয়া সাপেক্ষে, ট্রাইব্যুনালের কার্যক্রমে প্রযোজ্য হইবে, এবং আদি এখতিয়ার প্রয়োগকারী দায়রা আদালতের সকল ক্ষমতা উক্ত ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) ট্রাইব্যুনালে সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনাকারী ব্যক্তি প্রাবলিক প্রসিকিউটর বিনিয়োগ গণ্য হইবেন।

জামিন সংক্রান্ত বিধান

৭১। সাইবার ট্রাইব্যুনালের বিচারক এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না-

(ক) রাষ্ট্রপক্ষকে অনুরূপ জামিনের আদেশের উপর শুনানীর সুযোগ প্রদান করা হয়;

(খ) বিচারক সন্তুষ্ট হন যে-

(অ) অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারে দোষী সাব্যস্ত নাও হইতে পারেন মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ রাহিয়াছে;

(আ) অপরাধ আপেক্ষিক অর্থে গুরুতর নহে এবং অপরাধ প্রমাণিত হইলেও শাস্তি কঠোর হইবে না, এবং

(গ) তিনি অনুরূপ সন্তুষ্টির কারণসমূহ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করেন।

রায় প্রদানের সময়সীমা

৭২। (১) ট্রাইব্যুনালের বিচারক এই আইনের অধীন দণ্ডযোগ্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি প্রদান করিবেন না, যদি না তিনি লিখিতভাবে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত সময়সীমা অনধিক দশ দিন বৃক্তি করেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক রায় প্রদান করা হইলে বা উক্ত রায়ের অধীন সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালে কোন আপীল দায়ের হইলে উক্ত আপীলের বায়ের কপি ধারা ১৮(৭) এর অধীন গঠিত ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড সংরক্ষণ কক্ষে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল বা সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল উহার বায়ের কপি নিয়ন্ত্রকের নিকট প্রেরণ করিবে; উক্তরপেক্ষে কোন রায়ের কপি প্রেরণ করা হইলে, নিয়ন্ত্রক উহা উক্ত কক্ষে সংরক্ষণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৭৩। (১) ট্রাইব্যুনালের বিচারক মামলার অভিযোগ গঠনের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করিবেন।

(২) বিচারক উপ-ধারা (১) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কোন মামলা নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া সময়সীমা অনধিক আরও তিনি মাস বৃক্তি করিতে পারিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) এর অধীন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বিচারক কোন মামলার নিষ্পত্তি করিতে ব্যর্থ হইলে, তিনি উহার কারণ লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করিয়া বিষয়টি প্রতিবেদন আকারে হাইকোর্ট বিভাগ ও নিয়ন্ত্রককে অবহিত করিয়া মামলার কার্যক্রম পরিচালনা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন।

দায়রা আদালত কর্তৃক অপরাধের বিচার

৭৪। ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এতদুদ্দেশ্যে বিশেষ ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হওয়া পর্যন্ত এই আইনের অধীন অপরাধসমূহ দায়রা আদালত কর্তৃক বিচার হইবে।

দায়রা আদালত কর্তৃক অনুসরণীয় বিচার পদ্ধতি

৭৫। (১) দায়রা আদালত এই আইনের অধীন অপরাধ বিচারের সময় দায়রা আদালতে বিচারের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ফৌজদারী কার্যবিধির অধ্যায় ২৩ এ বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে।

(২) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সাব-ইলপেক্টর পদমর্যাদার নিম্নে নহে এইরূপ পুলিশ কর্মকর্তার লিখিত রিপোর্ট ১৫। [অথবা] নিয়ন্ত্রক কিংবা এতদুদ্দেশ্যে তারার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তার পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে কোন দায়রা আদালত আদি এখতিয়ার সম্পর্ক আদালত হিসাবে, এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ করিবে না।

অপরাধ তদন্তের ক্ষমতা, ইত্যাদি

৭৬। (১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা নিয়ন্ত্রকে অনুসরণ করিতে পারিবেন।

১৬[(১) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, নিয়ন্ত্রক বা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা উক্ত উপ-ধারায় উল্লিখিত কোন পুলিশ কর্মকর্তা কর্তৃক এই আইনের অধীন কোন অপরাধ একই সাথে তদন্ত করা যাইবেন না।

(২) কোন মামলার তদন্তের যে কোন পর্যায়ে যদি প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত মামলার সুষ্ঠু তদন্তের স্বার্থে, তদন্ত পরিচালনার দায়িত্ব-

(ক) পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা, বা

(খ) নিয়ন্ত্রক বা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করা প্রয়োজন, তাহা হইলে সরকার বা, ক্ষেত্রমত, সাইবার ট্রাইব্যুনাল, আদেশ দ্বারা, পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হইতে নিয়ন্ত্রক বা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট অথবা নিয়ন্ত্রক বা তদ্বর্তক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তার নিকট হইতে পুলিশ কর্মকর্তার নিকট হস্তান্তর করাতে পারিবে।]

১৭[(২) ধারা -

(ক) ৫৪, ৫৬, ৫৭, ও ৬১ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ আমলযোগ্য (Cognizable) ও অ-জামিনযোগ্য হইবে, এবং

(খ) ৫৫, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৩, ৬৪ ও ৬৫ এ উল্লিখিত অপরাধসমূহ অ-আমলযোগ্য (non-cognizable) ও জামিনযোগ্য হইবে।]

বাজেয়াপ্তি

৭৭[(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধ সংঘটিত হইলে, যে কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি, কম্প্যাক্ট ডিস্ক (সিডি), টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বা বস্তু সম্পর্কে বা সহযোগে উক্ত অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে সেইগুলি উক্ত অপরাধের বিচারকারী আদালতের আদেশনুসারে বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে।

(২) যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, যে ব্যক্তির দখল বা নিয়ন্ত্রণে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া গিয়াছে তিনি এই আইন বা তদবীন প্রণীত বিধি বা প্রবিধানের কোন বিধান লংঘনের জন্য বা অপরাধ সংঘটনের জন্য দায়ী নহেন, তাহা হইলে উক্ত কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণ বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

(৩) উপ-ধারা (১) এর অধীন বাজেয়াপ্তযোগ্য কোন কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন আনুষঙ্গিক কম্পিউটার উপকরণের সাহিত কোন বৈধ কম্পিউটার, কম্পিউটার সিস্টেম, ফ্লপি ডিস্ক, কম্প্যাক্ট ডিস্ক, টেপ ড্রাইভ বা অন্য কোন কম্পিউটার উপকরণ পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেইগুলি বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত কোন অপরাধ সংঘটনের জন্য যদি কোন সরকারী বা সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষের কোন কম্পিউটার বা তৎসংশ্লিষ্ট কোন উপকরণ বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়, তাহা হইলে উহা বাজেয়াপ্তযোগ্য হইবে না।

দণ্ড বা বাজেয়াপ্তকরণ অন্য কোন শাস্তি প্রদানে বাধা না হওয়া

কঠিপার্ক ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী দায়ী না হওয়া

৭৮[(১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত দণ্ড বা বাজেয়াপ্তকরণ আদেশ আপাততঃ বলবত্ত অন্য কোন আইনে দোষী একই ব্যক্তির উপর অন্য কোন দণ্ড প্রদানে বাধা হইবে না।

৭৯[***] আটক বা গ্রেফতারের ক্ষমতা

ব্যাখ্যা: (ক) "নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী" অর্থ কোন যোগাযোগের মাধ্যম;

(খ) "তৃতীয় পক্ষ তথ্য বা উপাত্ত" অর্থ নেটওয়ার্ক সেবা প্রদানকারী কর্তৃক যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে যে তথ্য বা উপাত্ত প্রদান করা হয়।

৮০[***] এই আইনের অধীন গৃহীত কোন আনুসন্ধান বা তদন্ত কার্যক্রমে নিয়ন্ত্রক, ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা বা সাব-ইনস্পেক্টরের নিম্নে নহেন এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তা যদি এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, কোন ১৫[***] স্থানে এই আইনের পরিপন্থী কোন কার্য হইয়াছে বা হইতেছে অথবা এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সংগঠিত হইয়াছে, তাহা হইলে অনুরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া তিনি উক্ত স্থানে প্রশেখ করিয়া তাহার অপরাধীকে গ্রেফতার করিতে পারিনে।

তল্লাশী, ইত্যাদির পদ্ধতি

৮১। এই আইনে ভিত্তিপ কিছু না থাকিলে, এই আইনের অধীন জারীকৃত সকল তদন্ত, পরোয়ানা, তল্লাশী, গ্রেফতার ও আটকের বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী প্রয়োজ্য হইবে।

সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠন

৮২। (১) সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এক বা একাধিক সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল, অতঃপর সময় সময় আপীল ট্রাইব্যুনাল বলিয়া উল্লিখিত, গঠন করিতে পারিবে।

(২) সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল সরকার কর্তৃক নিযুক্ত একজন চেয়ারম্যান এবং দুইজন সদস্যের সমষ্টিয়ে গঠিত হইবে।

(৩) চেয়ারম্যান এমন একজন ব্যক্তি হইবেন যিনি সুনীমকোর্টের বিচারক হিসেবে নির্যোগ লাভের ঘোষ্য এবং সদস্যগণের মধ্যে একজন হইবেন বিচার কর্মবিভাগে নিযুক্ত একজন কর্মরত অথবা অবসরপ্রাপ্ত জেলা জজ এবং অন্য জন হইবেন তথ্য যোগাযোগ ও প্রযুক্তি বিষয়ে নির্ধারিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ব্যক্তি।

(৪) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ নির্যোগের তারিখ হইতে অন্যুন তিনি বত্সর এবং অনধিক পাঁচ বত্সর পদে বহাল থাকিবেন এবং তাহাদের চাকুরীর শর্তাবলী সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনালের এখতিয়ার ও পদ্ধতি

৮৩। (১) সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল এবং, ক্ষেত্রমত, দায়বা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল শৱণ ও নিষ্পত্তি করিবার এখতিয়ার আপীল ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(২) আপীল শৱণ ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে, সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করিবে এবং বিধি দ্বারা পদ্ধতি নির্ধারিত করা না হইলে সুনীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ ফৌজদারী আপীল শুনানী ও নিষ্পত্তির জন্য যেইরূপ পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া থাকে আপীল ট্রাইব্যুনাল সেইরূপ পদ্ধতি।

(৩) সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় বা আদেশ বহাল, বাতিল, পরিবর্তন, বা সংশোধন করিবার ক্ষমতা আপীল ট্রাইব্যুনালের থাকিবে।

(৪) আপীল ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হইবে।

সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হইবার ক্ষেত্রে আপীল পদ্ধতি

৮৪। এই অংশের অধীন কোন সাইবার আপীল ট্রাইব্যুনাল গঠিত না হইয়া থাকিলে, ফৌজদারী কার্যবিধি আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, দায়বা আদালত কিংবা, তেগত্বেক, সাইবার ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক প্রদত্ত রায় ও আদেশের বিরুদ্ধে আপীল সুনীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগে দায়ের করিতে হইবে।

নবম অধ্যায় বিবিধ

৮৫। নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক, বা এই আইনের অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ ও কার্য সম্পাদনের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত যে কোন ব্যক্তি দন্তবিধির ধারা ২১ এর অর্থে জনসেবক বা Public Servant বলিয়া গণ্য হইবে।

সরল বিশ্বাসে কৃত কর্ম রক্ষণ

৮৬। এই আইন বা তদবীয় প্রীতি বিধি বা প্রবিধানের অধীন সরল বিশ্বাসে কৃত কোন কার্যের ফলে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে বা হওয়ার সত্ত্বাবন্ধন থাকিলে তজন্য সরকার, নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক বা তাহাদের পক্ষে কার্যরত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারীর বিরুদ্ধে কোন দেওয়ানী বা ফোজদারী মামলা বা অন্য কোন প্রকার আইনগত কার্যক্রম গ্রহণ করা যাইবে না।

কতিপয় আইনে ব্যবহৃত কতিপয় সংজ্ঞার বর্ণিত অর্থে প্রয়োগ

৮৭। এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকালে,-

(ক) Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 29 এর "document" এর সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কোশল দ্বারা সৃষ্টি document ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(খ) Evidence Act, 1872 (Act No. I of 1872) এর section 3 এর "document" শব্দের সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কোশল দ্বারা সৃষ্টি document ও অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) Banker's Books Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর section 2 এর Clause (3) এর "bankers books" এর সংজ্ঞায়িত অর্থে কোন ব্যাংকের স্বাভাবিক ব্যবসায়ে ইলেক্ট্রনিক যন্ত্র বা কোশল দ্বারা সৃষ্টি ও ব্যবহৃত ledgers, day-books, cash-books, account-books and all other books ও অন্তর্ভুক্ত হইবে।

বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা

৮৮। সরকার, সরকারী গেজেটে এবং তদত্তিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকালে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

- (ক) কোন তথ্য বা বিষয় সত্যায়িত করিবার বা ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষর দ্বারা কোন দলিল স্বাক্ষর করিবার পদ্ধতি;
- (খ) ইলেক্ট্রনিক পদ্ধতিতে জমা, জারী, মণ্ডলী বা টাকা প্রদান পদ্ধতি;
- (গ) ইলেক্ট্রনিক রেকর্ড জমা বা জারী করিবার এবং টাকা প্রদান করিবার পদ্ধতি ও নিয়ম;
- (ঘ) ইলেক্ট্রনিক স্বাক্ষরের ধরন সম্পর্কিত বিষয়দি নির্ধারণসহ, উহা সংযুক্ত করিবার পদ্ধতি এবং ছক;
- (ঙ) নিয়ন্ত্রক, উপ-নিয়ন্ত্রক, সহকারী নিয়ন্ত্রক নিয়োগের যোগ্যতা, অভিজ্ঞতা এবং চাকুরীর শর্তাবলী;
- (চ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক পালনীয় অন্যান্য মানদণ্ড;
- (ছ) কোন আবেদনকারী কর্তৃক অবশ্য পালনীয় নিয়মাবলী;
- (জ) লাইসেন্সের মেয়াদ;
- (ঝ) আবেদনপত্র দাখিলের ছক;
- (ঝঝ) লাইসেন্স প্রাপ্তির আবেদনপত্রের সহিত প্রদেয় ফিস;
- (ট) লাইসেন্স আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিতব্য অন্যান্য দলিল;
- (ঠ) লাইসেন্স নবায়নের আবেদনপত্রের ছক এবং তজন্য প্রদেয় ফিস;
- (ড) সাইবার আপীল ট্রাইবুনালের চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা;
- (ণ) আপীল দায়েরের পদ্ধতি;
- (ত) তদন্ত পরিচালনা পদ্ধতি;
- (থ) প্রয়োজনীয় এমন অন্যান্য বিষয়।

প্রবিধান প্রণয়নের ক্ষমতা

৮৯। নিয়ন্ত্রক, সরকারের পৰ্বানুমোদনক্রমে এবং সরকারী গেজেটে এবং তদত্তিকভাবে ইলেক্ট্রনিক গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রয়োজনীয় ও সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়সহ নিম্নবর্ণিত সকল বা যে কোন বিষয়ে প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে, যথাঃ-

- (ক) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের ডিস্ক্লেজার রেকর্ড সম্বলিত উপাত্ত-ভাস্তুর সম্পর্কিত তথ্যাদির বিবরণ;
- (খ) নিয়ন্ত্রক কর্তৃক বিদেশী সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের স্বীকৃত প্রদানের শর্তাবলী ও বাধা-নিষেধ;
- (গ) লাইসেন্স মঞ্জুর করিবার শর্তাবলী;
- (ঘ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুসরণীয় অন্যান্য মানদণ্ড;
- (ঙ) সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত বিষয়ের প্রকাশনার পদ্ধতি; এবং
- (চ) আবেদনপত্রের সহিত সংযোজিতব্য বিবরণাদি।

মূল পাঠ ও ইংরেজীতে পাঠ

৯০। এই আইনের মূল পাঠ বাংলাতে হইবে এবং ইংরেজীতে অনুদিত উহার একটি নির্ভরযোগ্য পাঠ থাকিবে।

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজী পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠ প্রাথম্য পাইবে।

১ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

২ উপর্যাঙ্গ (১) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

৩ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

৪ ধারা ৫৪ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৫ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

৬ ধারা ৫৫ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৭ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

৮ ধারা ৫৬ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবলে বিলুপ্ত।

৯ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

১০ ধারা ৫৭ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবলে বিলুপ্ত।

১১ “অনধিক চৌদ্দ বৎসর এবং অনুন্নত সত্ত্ব বৎসর কারাদণ্ডে” শব্দগুলি “অনধিক দশ বৎসর কারাদণ্ডে” শব্দগুলির পরিবর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৫ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

১২ উপাস্তটীকা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৪১ নং আইন) এর ২ ধারাবলে প্রতিষ্ঠাপিত।

- ১৩ ধারা ৬৬ ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ৪৬ নং আইন) এর ৬১ ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ১৪ “অধিবা” শব্দটি “এবং” শব্দটির পরিবর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৬ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
- ১৫ “অধিবা” শব্দটি “এবং” শব্দটির পরিবর্তে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৭ ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
- ১৬ উপ-ধারা (১ক) ও (২খ) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৮(ক) ধারাবলে সমিবেশিত।
- ১৭ উপ-ধারা (২) তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৮(খ) ধারাবলে প্রতিস্থাপিত।
- ১৮ “প্রকাশ্য স্থান, ইত্যাদিতে” শব্দগুলি ও কমা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৯(ক) ধারাবলে বিলুপ্ত।
- ১৯ “প্রকাশ্য” শব্দটি তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি (সংশোধন) আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ৪২ নং আইন) এর ৯(খ) ধারাবলে বিলুপ্ত।